এলাহি ভরসা

মুর্শিদ মাইজ ভাণ্ডার

জ্ঞানের প্রদীপ

গানের বহি—৩য় খণ্ড

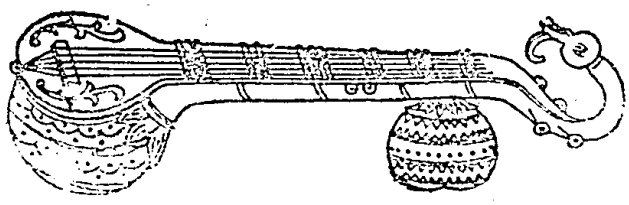

রচয়িতা— মোঃ ছয়ফুল মিয়া

প্রকাশক— মোঃ আপ্তাব উদ্দিন

গ্রাম—ঘুংঘুর পার

পোঃ— উত্তর কৃষ্ণপুর

জেলা কাছাড়, থানা শিলচর

সন ১৩৭৯ বাং

মূল্য ৬০ পয়ঃ

(২)

১নং নবির ছিফত

দুজাহানের বাদশা নবী মহাম্মদ রহুল। যারে পাবে ফুলচিরাতে দুরুদ জানি হয়না ভুল॥ জলছেন বাতি আরসে প্রথম আখেরে পাঠাইলেন ভবে উম্মতের কারণ। প্রথম খুদা করলেন যখন ছিলেন সাদা রঙ্গের ফুল॥ আব্দল্লারও পেসানি-পরে সেনুর যখন বক্সেদিলেন পাক পরওয়ারে। মাআমিনা স্বপ্নে হেরে চাদ আসিয়া বসল কুল॥ কাবার পাশে হইলেন উৎপত্তি মদিনাতে জলছে হায়রে ইসলামের বাতি। জীবনে চাইলেন না শান্তিতরাইতে দুই কুল॥ ছয়ফুলেকয় থাকিতে জীবন দেখবনি এই দুরানি রূপ ভরিয়া নয়ন। পাইলে চরণ সাফল্য জীবন শিরেতে উঠাইতাম ধুল॥

২নং গান সুর ভাটিয়ালী

তরিয়ে চালাও জাননি তার ভাও ঐইযে সাগরে নৌকা ডুবেরে॥ নামেতে কামেলা নদী অতিভয়ঙ্কর জলের নিচে জমের বাসা জানিনি খবর। আসিলে জোয়ার ডুবে নদীর পার দিসনা সাতার দিকপাশ নাপাবেরে॥ সেইযে নদীর উজান বাকে ফুলেরই বাগান ছয় রঙ্গের ফুল মাসে ২ জরে এক সমান। জেনে নদীরভাও সেগাটেতে যাও সেই মধু খাও ওমর পুরি হবরে॥ গুরুর মন্ত্র কানে নিয়ে বরহে গমন ঘাট চিনিয়ে লামলে জলে মিলিবে রতন॥ গুরুজীর চরণ করহে সদন

ছয়ফুল কয় কুন্তিরে কি করবে রে ॥

৩নং গান সুর ভাটীওলী

প্রানেরই সখা দিলেনা দেখা আর কত থাকব আমি একারে ॥ মনপ্রাণ নিয়া গিয়াছ ভুলিয়া নিদয় নিষ্ঠুর হইয়া তুমার কারণ তেজিব জীবন প্রাণপাখী বেধে যায়না রাখারে ॥ জেনে শুনে প্রীয়বর দিয়াছিলাম অন্তর ভাই বন্ধু সবাই হল পর। নিলেনা খবর কইরে একাশর এই ছিলমর কপালে লিখারে ॥ থাকিতে জীবন ভুলিবনা বরণ তবে রূপে বেদেছ নয়ন ॥ অন্তরে আমার নামযে তুমার ছয়ফুলে কয় প্রেম অক্ষরে লেখারে ॥

৪নং গান চৌ পদী

পিরিতের এত জ্বালা আগে জানিনা। আগে না জানিয়া পিরিতি করিয়া আঙ্গারা করিলাম হিয়া সার কান্দনা ॥ জেনে শুনে তারে আপন দিয়া ছিলাম যৌবন সে হইবে এমন আগে জানিনা। আমায় কইরে দুখের ভাগি দিয়া গেল ফাকি বান্ধিয়া আখির জল রাখতে পারিনা ॥ আমি কইতে নাপারি সইতে নাপারি জ্বলে পুড়ে মরি শান্তি মিলেনা। সখিতরা আমায় বল এইকি প্রেমের প্রতিফল। দর্শন জল আমার অঙ্গে ছিটাও না ॥ গলে দিয়ে ফাঁসি হল দুরদেশী কান্দি একা বসি ডাকলে আসেনা। জ্বলে উঠে হিয়া চাঁদ রূপ না

হেরিয়া কাঁদে ছয়ফুল মিয়া সঙ্গে নিলে না।

৫নং গান চৌপদী

হায়রে ভাল বাসা ঘটাইল দুর দশা দিল কত আশা রঙ্গিলা মুখে॥ মুখের ভাল বাসা কয় দিন থাকে॥ অন্তরে ২ যেবা প্রেম করে চির সুখি সংসারে সে জন থাকে। তুমার ভাং বাসা ছাই ফেলিবার দশা জানলে কি ভালবাস্যা করিতাম আগে॥ হায় দিয়ে উচ্ছ আসা করলে ভাল বাসা সোনার অঙ্গ শিশা তর প্রেম রোগে মন করিয়া চুরি গিয়াছ পাশরী মাইরাছে কাটারী আমারী বুকে॥ আর হৃদয়েত দিয়া স্থান দিয়া ছিলায় মন প্রাণ মাইরাছে বিসম বান নিষ্ঠুরও বুকে। তুমি হইওনা বেইমান ছাড়াইয়া কুলমান, কুলের ভয় ছাড়িলায় তুমারী সুখে তুমি করে ছিলে প্রতিজ্ঞা আয়রে প্রাণ সকা চির জীবন হবে দেখা আমারি সঙ্গে। কাঁদে ছয়ফুল মিয়া এবা কিনী হইয়া আসা দিয়া বজ্র সেল মারিলায় বুকে॥

৬নং গান সুর ত্রিপদি

আমি আপন বলেতে কেউ দেখিনা দিয়াছি যৌবন পরের হাতে। আপন ২ বইলে যারে দিলাম যৌবন আদর কৈরে সে আমারে প্রাণে মারে॥ আমার আদরের গুণ কি রাইখাছে কান্দাইছেছে ঘাটে পথে॥ শুন এগো প্রাণ সখি কইতে কথা ঝুরে আখি, যার জন্যে হই দোষের ভাগী॥ সে যদি যায় দিয়ে

ফাঁকি কেমনে প্রাণ রাখি দেহেতে। শুইলে স্বপনে আসি শিওরেতে বাজায় বাসী কেন দেখা দিল আসি॥ আমি কেঁদে কাটাই সুখের নিশি নিদ্রা নাই সখি দুই আখিতে॥ আর পর থাকগো পরের মত কাদায় মরে অভিরত আখির জল মুছিব কত॥ সে যে কাদাইল মনের মত সহিব কত কোমল চিত্তে। আর ছয়ফুল বলে থাক সুখে যে অনল দিয়াছ বুকে। কত মন্দ বলে লোকেতো॥ আমার সুখের যৌবন তোমার কারণ কেদে কাটাই এজগতে।

৭নং গান বিচ্ছেদ

আর জ্বালা দিওনা পিয়ারী॥ হায়রে মুজলে নয়ন দেখি স্বপন কেমনে ভুলতে পারি। চাঁদ মুখের মধুর শিরি শুনাইয়া প্রাণ নিলায় হরি গো কোনদিন বুকে ধরব ছুরি জ্বালা না সইতে পারি॥ আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই গো মনে নিদ্রা নাই দুই নয়নে গো হৃদয় যেমন কাঠে ঘুনে কেমনে রই পাশরী। আর বুক বাজে দুই নয়ন জলে, মায়া নাই তর পাষাণ দিলে গো, ওরে কুল কলঙ্ক বানাইলে হই কত লোকে বইরি॥ আর ছাড়িয়াছি কুল মানের ভয়ও, অগ্নি জলে মর হৃদয়ে গো। ছয়ফুল বলে তোমায় পাইলে সব জ্বালা পাসরী॥

৮নং গান খেদ

যার জন্তে ত্যাজিলাম কুলমান। সে আমারে ঘৃণা করে

কেমনেতে রাখি প্রাণ॥ আর মাতাপিতা সবই ছাড়ি, যার জন্যে হই দেশান্তরি গো। সে আমারে চায় না ফিরি ঝুরে সদায় দুই নয়ন॥ আর বন্ধু যদি আমার হইত চান্দ মুখ দেখাইত গো। চাইয়া থাকি হায় গো সখি কোন পথে যায় কালার চাদ। আর হাটে বন্ধুরাজ পথে, মুরলী রাখিয়া হস্তে গো। কালায় বাজায় বাশী হাসি ২ উড়ায় অভাগিনীর প্রাণ॥ অভাগিনী থাকি চাইয়া প্রাণ বন্ধু যায় আমায় থইয়া গো। ছয়ফুল মিয়ার মন হরিয় কার কুঞ্জেতে উদয় চান॥

৯নং গান বিচ্ছেদ

চান্দমুখ লোকাইলায় কোথায়। ওরে দিয়া লুকি প্রাণের পাখী দেহ হইতে ছাড়াইলায়॥ হায় ওরে প্রাণের সখা একবার আসি দেওনা দেখা গো। হৃদয় প্রাণও যায়না রাখা অগ্নি জ্বলে কলিজায়॥ যে সেলও মাইরাছ বুকে কত মন্দবাসে লোকে গো। ওরে প্রাণের বন্ধু থাক সুখে বলছি করিয়া আমায়। আর কতকাল সহিব জ্বালা ভাবিতে হৃদয়ও কালা গো। গলেরে কলঙ্কের মালা পাড়ার লোকে মন্দ গায়॥ আর আমি যদি যাই মরিয়া চান্দ মুখ না হেরিয়া। ছয়ফুল বলে মরণ কালে চান রূপটা দেখাইবায়॥ চাদ মুখ লোকাইলয়ে কোথায়॥

১০নং গান দেহতত্ত্ব

আখি বান্দিয়া দেহের পাখী ধর॥ দুই আখির ধারে হাওয়া

পাখী ঘুরে চিনিয়া তারে চিনতে না পার॥ কাপলাম আর-যে অক্ষরে আছে পাখী তার ভিতর সময় থাকতে একের ঘর অনেন্নসন কর। পাখী দিবে উড়া ছাড়িয়া মাটীর পিঞ্জিরা বান্ধিয়া রাখিতে তারে কৌশল কর॥ গুরুর পদে দিয়া প্রাণচাও তাহার রূপদান আগেনী মায়ার বাণ কাটীতে পারে। উলট কমল পাখী রয় ডাকলে পাখী কথা কয় তুমারি মুল বিষয় বুলাইতেনি পার॥ গুরুর পদে বান্ধ দিল কাম কুঠাতে মার খিল ভ্রমন কর চৌদ্দ মঞ্জিল সেই পাখি ধর। মরার আগে মর যদি ধরিতে পার ছয়ফুল বলে ধরতে পারলে সুখী হইতে পার॥

১১ নং গান বিচ্ছেদ

পুরুষের কাল সাজিল রমণী, তারে চিননি যাহার প্রেমে জগৎবান্ধা আখি থাকতে করছে আন্ধা রইল বান্ধা কাম ঘাটে তরণী। বৎসরে ছয় ঋতু ঘুরে চয়রত্ন মানুষের ঘরে ঝলক মারে থাকিয়া ত্রীপুনি। তিন দিকে তিন টানা দিয়া ত্রিপুনির ঘাট শানাইয়া আসা যাওয়া করে চুরা মনি॥ ত্রিপুনীর নিছের বাকে ফুল ফুটেছে ঝাকে ঝাকে চাইয়া থাকে আসাতে সাপিনী। যখন ফুলের ঘ্রানও ছোটে কাম কুঠাতে কম্পউঠে হঠাৎ ফুল লইয়া জায় কামিনী॥ কিপদার্থ করছে গঠন দেখলে রাখা যায়না যৌবন কলে যেমন টানিয়া উঠায় পানি। আখি দিয়া পাখী টানে নাজানি কি মন্ত্র জানে নয়নবানে জলে উঠে অগ্নি॥

হেরলে বরণ চঞ্চল নয়ন না জানি কি আছে রতন হায় পাষাণ মন রূপে উদাসিনী। রূপের ঘরে দিয়া বাতি দিনেতে করে ডাকাতি এমন যুক্তি পাইয়াছে কামিনি। সকাল বেলায় চলছে উজান বৈকাল বেলা রইল সাবধান এরূপ উজান সমানে চলবেনী। গুরুর ঘাটে নাও লাগাইয়া বসে থাক ছয়ফুল মিয়া সে যাবে বাইয়া তুমার ও তরণী॥

১২ নং গান বিচ্ছেদ সুর চৌপদি

সরল জানিয়া গরলও খাইয়া, বিশের জালায় গোঁ সখি প্রাণ বাছেনা পিরিতে মন প্রাণ কেউ দিওনা॥ বন্ধে উচ্চ আসা, করল ভালবাসা ঘটাইল দুখের দসা করিয়া দেওয়ানা। মন প্রাণ হরি গিয়াছে পাসরি যৌবন হইল বৈরী ভুলতে পারি না॥ শুন গো সখি ললিতে সহেনা মর চিত্তে মন দিয়া তার পিরিতে সুখ হইল না। দিয়া ছিলাম মন প্রাণ অন্তরেতে দিয়া স্থান মারিয়া মায়ার বান সঙ্গে নিলনা॥ কাঁন্দে ছয়ফুল মিয়া জলে উঠে হিয়া মায়াতে বান্ধিয়া বন্ধে সঙ্গে নিল না। দুঃখিনী জানিয়া চাহে না ফিরিয়া এত কঠিন হিয়া আগে জানিনা॥ পিরিতে মন প্রাণ কেউ দিওনা।